বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম (বিজিআইএসপি) গাইডলাইন ২০২১

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম (বিজিআইএসপি) গাইডলাইন, ২০২১

ভূমিকা

ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থান সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য Geographic Information System (GIS) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক দেশ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে Geospatial Database-এর সঙ্গে Statistics-এর সমন্বয় করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারিত করছে। বিশেষ করে শুমারি বা জরিপ পরিচালনা, ভূমির ব্যবহার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিবহন, বন, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ বিভিন্ন সেবা খাতে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন বা করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে যেসব সংস্থা জিআইএস কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে বস্তুত কার্যকর সমন্বয় না থাকায় তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকরণ ও সংকলনে দ্বৈততা (duplicity) সৃষ্টি, সময় ও অর্থের অপচয় হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ফলে জিআইএস সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক তথ্যের আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি। দেশের সকল জিআইএস তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং তাদের প্রস্তুত তথ্য-উপাত্ত একই স্থানে সংরক্ষণ করে জনগণের ব্যবহারোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে একটি প্লাটফর্ম গঠন করা প্রয়োজন মর্মে সংশ্লিষ্ট জিআইএস ব্যবহারী গোষ্ঠী ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩-এর ৬(থ) উপ-ধারা বলে জিআইএস কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তাদের প্রস্তুত তথ্য-উপাত্ত একই স্থানে সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করে বিতরণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্মারক নং ৫২.০০৮.০১১.০৮.০০.৭০০. ২০১৩-২৭১/২ তারিখ: ৩০/০৬/২০১৬ মূলে বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম (বিজিআইএসপি) গঠন করা হয়। একইসঙ্গে গত ১১/১২/২০১৬ তারিখের ৫২.০১৮.০১৬.০০.০০.০১৭. ২০১৩ (অংশ-১) নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬-এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪(ঝ), ৭(খ), ৭(জ), ৭(ঢ) সহ সংশ্লিষ্ট সকল নির্দেশনানুযায়ী বিজিআইএসপি গঠন এবং এর কার্যক্রম বিস্তৃত করার উল্লেখ রয়েছে। সে অনুযায়ী বিজিআইএসপির কার্যক্রম জোরদার ও ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বিজিআইএসপি গাইডলাইন প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) জিআইএস সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মৌলিক কাঠামো প্রণয়ন;

(খ) জিআইএস তথ্য ব্যবহারে উপযুক্ত মানদণ্ড তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান;

(গ) জিআইএস সংক্রান্ত কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি এবং নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের দক্ষতা ও মানোন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) তথ্য ও মানচিত্র তৈরিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির অভিন্নতা বা ঐক্য বজায় রাখার পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ও মানচিত্র প্রচার ও বিতরণের নিয়ম-নীতি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান;

(চ) তথ্য ও মানচিত্র বিতরণ বা আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রে উত্তম চর্চার (Good Practice) সন্ধান এবং সেগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তা প্রদান;

(ছ) জাতীয়পর্যায়ে জিআইএস সংক্রান্ত Metadata তৈরিতে সহায়তা প্রদান ও এর সমন্বয় সাধন;

(জ) জিআইএস সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সার্ভিস পুল গঠনে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঝ) দেশের সকল প্রশাসনিক ইউনিটের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঞ) বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, মৌজা/গ্রামের নানা বিষয়ে থিমেটিক মানচিত্র প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অভিন্নতা বজায় রাখা ও দ্বৈততা পরিহার করা; এবং

(ট) জিআইএস কমিউনিটিকে নীতি নির্ধারণকারী পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিজিআইএসপি কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। মৌলিক কার্যক্রম

(ক) প্রাথমিকভাবে বিবিএস-এর মাধ্যমে একটি ডেটা মাইনিং প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল জিআইএস সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংক্ষরণ ও বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে জিআইএস প্লাটফর্ম পরিপত্রে বর্ণিত কার্যাবলির পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন সাধন;

(গ) প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর এ প্লাটফর্মের অন্তত ১টি সভার আয়োজন/অনুষ্ঠান;

(ঘ) জিআইএস কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে প্লাটফর্মের পক্ষ থেকে নানা ধরনের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান;

(ঙ) প্লাটফর্ম কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন-- জিআইএস দিবস পালন, জিআইএস মেলা, রোড শো, সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং, GNSS (Global Navigation Satellite System) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন ও সেসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(চ) প্লাটফর্ম কর্তৃক একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে সেটির মাধ্যমে জিআইএস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও বিতরণ;

(ছ) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিমোট সেন্সিং ও জিআইএসভিত্তিক গবেষণায় যেকোনো নিবন্ধিত সংস্থা বা ব্যক্তি পর্যায়ে জরিপ, ম্যাপিং এবং তৎসম্পর্কিত কার্যক্রমে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান;

(জ) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

(ঝ) বিজিআইএসপির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় জিআইএস তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত উত্তম চর্চা (Good Practice) এবং উদ্ভাবনী (Innovative) ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

৪। বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম (বিজিআইএসপি) পরিচালনা কমিটির গঠন কাঠামো

১)	অতিরিক্ত সচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	: সভাপতি
২)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	: সদস্য
৩)	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)	: সদস্য
৪)	প্রতিনিধি, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	: সদস্য
৫)	প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	: সদস্য
৬)	প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর	: সদস্য
৭)	প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	: সদস্য
৮)	প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	: সদস্য
৯)	প্রতিনিধি, ঢাকা ওয়াসা	: সদস্য
১০)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)	: সদস্য
১১)	প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	: সদস্য
১২)	প্রতিনিধি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	: সদস্য
১৩)	প্রতিনিধি, Center for Environmental and Geographic Information Service (CEGIS), ঢাকা	: সদস্য
১৪)	প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	: সদস্য
১৫)	প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	: সদস্য

১৬) প্রতিনিধি, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : সদস্য
১৭) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (SPARRSO) : সদস্য
১৮) প্রতিনিধি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) : সদস্য
১৯) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর : সদস্য
২০) প্রতিনিধি, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) : সদস্য
২১) সিস্টেম অ্যানালিস্ট, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ : সদস্য
২২) পরিচালক, কম্পিউটার উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : সদস্য-সচিব

৪.১। কমিটির কার্যপরিধি

ক. BGISP পরিসংখ্যান আইন ২০১৩; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, এবং GIS সংক্রান্ত বিধি-বিধান, নীতিমালা ইত্যাদি অনুসরণ করবে;

খ. প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান GIS সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত সেসব প্রতিষ্ঠানকে এই Platform-এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান GIS বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পার্সন মনোনীত করবে। পরে Platform-এর সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে GIS সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে;

গ. BGISP-এর সকল সদস্য সংস্থা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় প্রয়োজনে কোনো উল্লেখযোগ্য GIS সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড শুরু করার পূর্বে প্ল্যাটফরমকে অবহিত করবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্লাটফরম যত দ্রুত সম্ভব সভা আহ্বান করবে। প্রস্তাবিত কার্যক্রম যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য হয়, সে বিষয়েও প্ল্যাটফরম প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে;

ঘ. দ্বৈততা পরিহার, সময় ও অর্থ অপচয় রোধে একই ধরনের কাজ যাতে একাধিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত না হয় সে বিষয়ে BGISP উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঙ. দেশের সকল টেকসই উন্নয়নের জন্য GIS সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উত্তম চর্চাগুলো খুঁজে বের করে তা রূপায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

চ. এ প্লাটফরম GIS সম্পর্কিত বিভিন্ন আঞ্চলিক (Asia-Pacific Spatial Data Infrastructure (APSDI) এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (Global Spatial Data Infrastructure (APSDI), Global Earth Observation System of Systems (GEOSS), International Steering Committee for Global Mapping (ISCGM), Environmental Service Research Institute (ESRI) প্রভৃতির সঙ্গে BGISP ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন এবং সেগুলোর সঙ্গে এতৎসংক্রান্ত হালফিল তথ্যাদি বিনিময় করবে;

ছ. জাতীয়পর্যায়ে GIS সংক্রান্ত Metadata তৈরি করতে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করবে;

জ. এ প্ল্যাটফরম GIS সংক্রান্ত Data প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানসহ এর সার্বিক পরিচালনার দিক-নির্দেশনামূলক একটি গাইডলাইন (Guideline) প্রণয়ন করবে;

ঝ. প্রাথমিকভাবে Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) একটি Data Mining/Archive প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল GIS সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও বিতরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঞ. GIS যাতে সর্বস্তরে বিস্তৃতি লাভ, এর Vector ও Raster Database এবং এর সুফল যাতে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণ পেতে পারেন তার জন্য যেসব সংস্থা GIS বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাদেরকে প্ল্যাটফরমের পক্ষ থেকে নানা ধরনের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা হবে। BGISP বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন-- জিআইএস দিবস প্রবর্তন, জিআইএস মেলা, রোড শো, সভা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করবে;

ট. BBS-এর অধীনে BGISP-এর একটি স্বতন্ত্র Website তৈরি করে সেখানে GIS সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে Download করার যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

ঠ. ন্যূনতম প্রতি ৩ (তিন) মাসে এই প্ল্যাটফরমের সভা অনুষ্ঠিত হবে;

ড. GIS প্ল্যাটফরম এ পরিপত্রে বর্ণিত কার্যাবলি বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করতে পারবে;

ঢ. এ প্ল্যাটফরম National Spatial Data Infrastructure (NSDI)-এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে Geospatial তথ্যাদি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং কারিগরি বিষয়সমূহের উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে।

এছাড়াও এই কমিটি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়েও কাজ করবে; যেমন--

(ক) কমিটি সংস্থা কর্তৃক প্রণীত 'বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম, ২০১৬'-এর আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) কমিটি বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধিমালা ও নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান স্প্যাশিয়াল (Spatial) ডেটা তৈরি ও ব্যবহার করছে কি-না, তা পরিবীক্ষণ;

(গ) কমিটি প্রয়োজন মনে করলে যেকোনো বিষয়ে দেশি-বিদেশি সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ;

(ঘ) সদস্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়সাধন ও নতুন সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্তকরণ, যেমন-- NSDI সহ এজাতীয় সংস্থা;

(ঙ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমজাতীয় প্লাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতাকরণ;

(চ) দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয়সাধন;

(ছ) জাতীয় পর্যায়ের জিআইএস ডেটার মান নির্ধারণ (Projection, Scale, Quality etc.)

(জ) জিআইএস কার্যাদি পরিচালনার জন্য এতৎসম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি এবং গণযোগাযোগ বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কর্মশালা, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদির আয়োজন;

(ঝ) জিও ওয়েবপোর্টাল (www.gis.gov.bd) স্থাপন ও পরিচালনা;

(ঞ) বিজিআইএসপি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন কমিটি গঠন ও তার কার্যাবলি প্রণয়ন;

(ট) বিজিআইএসপির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাত, উন্নয়ন সহযোগী, দেশি-বিদেশি ও অন্যান্য সংস্থা থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ;

(ঠ) কর্মভিত্তিক গাইডলাইন (জিওপোর্টাল গাইডলাইন, সদস্যভুক্তি/ব্যবহার গাইডলাইন, জিআইএস/মেটাডেটা গাইডলাইন, দূর অনুধাবন গাইডলাইন, প্রক্ষেপণ গাইডলাইন) প্রভৃতি প্রণয়ন; এবং

(ড) প্রয়োজনে কমিটি পুনর্গঠন ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৫। কারিগরি কমিটি

নিম্নলিখিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে বিজিআইএসপির একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হবে:

(১)	পরিচালক (কম্পিউটার উইং), বিবিএস	: সভাপতি
(২)	প্রতিনিধি, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	: সদস্য

(৩) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সদস্য
(৪) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : সদস্য
(৫) প্রতিনিধি, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সদস্য
(৬) প্রতিনিধি, ঢাকা ওয়াসা : সদস্য
(৭) সিনিয়র মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, বিবিএস : সদস্য
(৮) প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর : সদস্য
(৯) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর : সদস্য
(১০) প্রতিনিধি, এলজিইডি : সদস্য
(১১) কার্টোগ্রাফার/ প্রোগ্রামার, বিবিএস :সদস্য-সচিব

৫.১। কমিটির কার্যপরিধি

(ক) প্রতি ২ (দুই) মাসে একবার সভা অনুষ্ঠান;

(খ) জিআইএস সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ করার জন্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা চিহ্নিতকরণ এবং বিজিআইএসপি গাইডলাইন বাস্তবায়নে 'BGISP Role' প্রণয়নে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(গ) প্রত্যাশী সংস্থা প্লাটফরমে কোন্ ফরম্যাটে প্রাথমিক ডেটা সংগ্রহ ও প্রেরণ করবে, সেই ফরম্যাট প্রস্তুতপূর্বক ডেটা ওয়েব সাইটে আপলোডের জন্য বিজিআইএসপি পরিচালনা কমিটির নিকট প্রেরণ এবং কমিটি কর্তৃক উক্ত ডেটা প্লাটফরমের ওয়েবসাইটে আপলোড করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্লাটফরমের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণসহ দেশি-বিদেশি এসংক্রান্ত উত্তম চর্চাগুলো সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে আপলোডকরণ;

(ঙ) কমিটি কর্তৃক প্লাটফর্মের উন্নয়নসহ জাতীয় প্রয়োজনে পরিচালনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(চ) বিজিআইএসপি পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান;

(ছ) প্রয়োজনে কমিটির সদস্য পরিবর্তন কিংবা নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তরণ।

৬। Geospatial data ব্যবস্থাপনা

(ক) Geospatial data ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিজিআইএসপি কর্তৃক জাতীয় স্থানিক ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (NSDI) এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রচারের সুসংহত ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং পূর্ববর্তী তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিলিপি হ্রাস করে সকল ব্যবহারকারীর মধ্যে Geospatial data ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকরণ;

(খ) জিওডেটিক ডেটাসহ সমস্ত মৌলিক তথ্য, মাধ্যাকর্ষণ তথ্য, চৌম্বকীয় তথ্য, ভূ-সংস্থানগত বা ভৌগোলিক তথ্য, গগনচারী (Aerial) ফটোগ্রাফ এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডসমূহ অ্যানালগ বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুত/প্রণীত বিষয়াদি বিজিআইএসপি কর্তৃক ন্যাশনাল ডেটা ফরমেটে সংক্ষরণ। উক্ত ফরমেটে নিবন্ধিত সংস্থা কর্তৃক তথ্যসংগ্রহ এবং তথ্যসমূহ বিজিআইএসপি সার্ভারে সংরক্ষণ। তবে সংস্থাসমূহের শ্রেণিকৃত তথ্য-উপাত্ত বিজিআইএসপিতে শেয়ারিং করার প্রয়োজন হবে না।

৭। Geospatial data সরবরাহ ও নিরাপত্তা

Geospatial data সরবরাহ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে:

(ক) তথ্য বিতরণ (Data Dissemination)

(১) গ্রহণযোগ্যতা

যে কোনো সরকারি তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রদত্ত তথ্যের বিষয়ে ব্যক্তিগত কিংবা নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণপূর্বক তার যথার্থতা, স্বচ্ছতা, সহজলভ্যতা ও সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়মিত পর্যালোচনা, ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই এবং প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করে তথ্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) গোপনীয়তা

(ক) বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে আইনের বিধি-বিধান প্রতিপালন ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত বা নাগরিক গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার বা বিতরণ করা যাবে না। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে বিভিন্নপর্যায়ে নাগরিকের সন্তোষজনক চাহিদার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। বিশেষত যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য বিতরণ করা প্রয়োজন হবে সে সকল ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনে শুধু গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত উপাত্ত হস্তান্তর করা অথবা তা ব্যবহারের জন্য বিবেচনা করা যাবে।

(খ) তথ্য গোপনীয়তার (Confidentiality) জন্য এবং যেকোনো প্রকার তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; *The Official Secrets Act, 1923*-এর বিধি-বিধান প্রতিপালনসহ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংগৃহীত তথ্যের চূড়ান্ত গোপনীয়তা আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) আইনের প্রতি আনুগত্য

(ক) প্রতিটি ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত বিধি-বিধান অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

(খ) সমস্ত তথ্য আদান-প্রদানে বিজিআইএসপির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। শ্রেণিবদ্ধ তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরবরাহ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিজিআইএসপিতে ফেরত পাঠাতে হবে;

(গ) সরকার কর্তৃক লিখিত অনুমোদন ছাড়া বিদেশি পরামর্শদাতা, সংস্থা বা সংস্থার কোনো শ্রেণিবদ্ধ মানচিত্র এবং তথ্য ব্যবহার করা যাবে না;

(ঘ) কোনো গোপন বা সীমাবদ্ধ ম্যাপ বাংলাদেশের বাইরে কোনো ফরমেটে প্রেরণ বা রপ্তানি করা যাবে না।

(খ) তথ্যের নিরাপত্তা (Data Security)

এই গাইডলাইনের মাধ্যমে তথ্যের মালিকানাসম্পর্কিত ও তথ্যের সংরক্ষণ পদ্ধতির নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পিউটারইজড নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তাসহ তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ইনস্টলেশন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংগৃহীত তথ্যের আন্তর্জাতিক মানসম্মত নিরাপত্তাবিষয়ক একটি সাধারণ গাইডলাইন তৈরি করা হবে। এছাড়া বিশেষ ধরনের তথ্যের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার্থে কোনো সেবা বা তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা হবে। পেশাজীবী হ্যাকার ও সমাজ বিরোধীদের অপরাধ দমনের জন্য বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের আওতায় তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৮. তথ্যের অভিন্ন মান (Standardization)

ক. ভবিষ্যতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক পরিসরে দেশের মৌলিক তথ্য-উপাত্তের মানোন্নয়নে সমন্বিত এবং মানসম্মত তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে তথ্যের অভিন্নতার মান উন্নয়ন প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে Very Large Scale Integration (VLSI)-এর মাধ্যমে বিশাল আকৃতির ডেটাবেইজ ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হবে। তাই সরকারিভাবে মৌলিক তথ্য-উপাত্তের অভিন্ন মান বজায় রাখা প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির কৌশলগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে তথ্যের পূর্বাপর সূত্র, আন্তঃসংযোগ ও আন্তঃক্রিয়াশীল থাকার

বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বেশির ভাগ সময়ে অ্যাডহক পদ্ধতিতে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ধরনের তথ্য সরকারি একাধিক সংস্থা ব্যবহার করে থাকে। কাজেই সকল পর্যায়ে তথ্যের অভিন্ন মান নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার/সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে মোবাইল কমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেটভিত্তিক কমিউনিকেশন উল্লেখযোগ্য। এসব পদ্ধতি দ্বারা এম-সার্ভিস এবং ই-সার্ভিসের মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত তথ্যের আদান-প্রদান ও তথ্যের সঞ্চালন হয়ে থাকে। এসব পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যের নিরাপত্তা, তথ্যের নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ততা (Limitations)

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে:

(ক) এই গাইডলাইনে প্রণীত বিধানসমূহ অনুসরণে ব্যর্থতা;

(খ) জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোনো প্রকার ব্যঙ্গ বা উপহাস-বিদ্রূপ, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অবমাননা বা ব্যঙ্গ কিংবা বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অখণ্ডতা বা সংহতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন প্রবণতা;

(গ) বিচ্ছিন্নতা বা অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতি, শ্রেণি বা লিঙ্গ বিদ্বেষ অথবা কোনো ধর্মের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ, অবমাননা বা আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি;

(ঘ) কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্যাদা হানিকর তথ্য প্রদান;

(ঙ) রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক বা সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস;

(চ) ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গে প্রলুব্ধ করে;

(ছ) সশস্ত্র বাহিনী অথবা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল অন্য কোনো বাহিনী/সংস্থাসহ সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রূপ বা অবমাননা, অপরাধ নিবারণ ও নির্ণয়ে অথবা অপরাধীর দণ্ড বিধানে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের হাস্যস্পদ করে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে;

(জ) কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরনের তথ্য-- যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধের কোনো বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে কিংবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরনের প্রচারণা-- যার ফলে সেই রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ক্ষতি হতে পারে।

১০. জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬-এর সঙ্গে সমন্বয়সাধন

জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৬-এর আলোকে BGISP গাইডলাইন পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনে সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করা যাবে।

-সমাপ্ত-

BGISP গাইডলাইন সম্পর্কিত মতামত ৬ (ছয়) টি প্রতিষ্ঠান হতে পাওয়া গিয়েছে। মতামত প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উক্ত মতামতের আলোকে BGISP গাইডলাইনটি চূড়ান্তপূর্বক দ্রুত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।